উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা ঃ

উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালা ঃ ৩টি উন্নয়ন বিষয়ক কর্মশালার মধ্যে এ পর্যন্ত একটি কর্মশালা সম্পন্ন হয়েছে। অন্য কর্মশালা দুটি ফেব্রুয়ারী ও মার্চ, ২০১৪ মাসে অনুষ্ঠিত হবে। কর্মশালাটি অনুষ্ঠিত হয় আদমদীঘি উপজেলা অডিটরিয়ামে। কর্মশালায় উপস্থিত ছিলেন পাওয়ারলুম শিল্পের সাথে জড়িত উপকারভোগী উদ্যোক্তা, ঝুট/সূতা ব্যবসায়ী, পার্টস দোকানদার, পার্টস তৈরীর ওর্য়াকসপ মালিক, শাল-চাদর ক্রয়ের পাইকারী মহাজন, ডাক্তার, ইউপি চেয়ারম্যান, মেম্বার, স্কুলের মাষ্টার, গ্রামের সমাজ সেবক, হাট কমিটির সদস্য এবং বিভিন্ন এনজিও এর প্রতিনিধিগন। এ ছাড়াও সংস্থার কার্যকরী কমিটির সভাপতি, নির্বাহী পরিচালক, উপ-পরিচালক, সমন্বয়কারী (ঋণ) সমন্বয়কারী (মনিটরিং) । কর্মশালায় প্রধান অতিথি হিসাবে বক্তব্য প্রদান করেন আদমদীঘি উপজেলার উপজেলা নির্বাহী অফিসার জনাব মোঃ রহুল আমিন। তিনি বলেন, এ ধরনের একটি ব্যতিক্রম ধর্মী শিল্প এ এলাকায় গড়ে উঠেছে । এ শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়নে এবং হস্ত চালিত তাঁতের পরিবর্তে বিদ্যুত চালিত তাঁতে রুপান্তর ঘটিয়ে তাদের আয় বৃদ্ধি ও অধিক কর্মসংস্থানের উদ্দেশ্যে দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় "বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ" প্রকল্প-২ বাস্তবায়ন করছে এবং আজকে যে কর্মশালার আয়োজন করেছে তা অতুলননীয়। এজন্য আমি আদমদীঘি উপজেলার পক্ষ থেকে দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থ কে অভিনন্দন জানাই এ এলাকার দরিদ্র তাঁতীদের আয়বৃদ্ধি ও কর্ম সংস্থানের জন্য তাঁত শিল্পের প্রযুক্তিগত উন্নয়ন ও হস্ত চালিত তাঁতের পরিবর্তে বিদ্যুত চালিত তাঁতে রুপান্তর ঘটিয়ে আয়বৃদ্ধি মূলক কাজ করার জন্য। তিনি আরও বলেন, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা কেটে গেলে আমি অবশ্যই এ শিল্প দেখার জন্য প্রকল্প এলাকা পরিদর্শণ করবো। সেই সাথে তাঁতীদের শাল চাদর বিক্রির শাঁওইল হাঁটের অবকাঠামোগত উন্নয়নে সংশ্লিষ্ট ইউপি চেয়ারম্যান ও মেম্বারদের সমন্বয়ে উন্নয়ন করা হবে। কর্মশালায় পাওয়ারলুম শিল্পের সাথে জড়িত সকলেই তাদের মূল্যবান বক্তব্য তুলে ধরেন। উদ্বোধনী ও সমাপনী বক্তৃতায় দাবীর নির্বাহী পরিচালক বলেন, এ অঞ্চলে পাওয়ারলুম স্থাপনে, প্রযুক্তিগত উন্নয়নে, স্থানীয়ভাবে উপকারভোগীদের মধ্য থেকে মেকানিক ও ডিজাইনার গড়ে তোলা, প্রযুক্তিগত বিভিন্ন ধরণের পাওয়ারলুমের আনুষঙ্গিক উপকরণ ব্যবহারের কলাকৌশল শিখিয়ে হস্ত চালিত তাঁতের পরিবর্তে বিদ্যুত চালিত তাঁতে রুপান্তরের মাধ্যমে তাদের উৎপাদন দ্বিগন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে , ২১২ জন লোকের স্থায়ী কর্মসংস্থান হয়েছে।

কর্মশালায় উপকারভোগী , ঝুট/ সূতা ব্যবসায়ী , পাইকারী মহাজন ও এলাকার জন প্রতিনিধিদের পক্ষ থেকে যে সমস্ত বিষয়গুলি কর্মশালায় বেড়িয়ে আসে তা নিম্নে সংক্ষেপে তুলে ধরা হলো ঃ

১. উপকারভোগীরা বলেন, দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় “বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প-২” বাস্তবায়ন করে আমাদের হত দরিদ্র হস্ত চালিত তাঁতীদের ভাগ্য উন্নয়নে তথা হস্ত চালিত তাঁতের পরিবর্তে বিদ্যুত চালিত তাঁতে রুপান্তর, প্রযুক্তিগত উন্নয়ন, পাওয়ারলুমের আনুষঙ্গিক উপকরণ যেমন ঃ তেনা কারাণোর ড্রাম, ফিতা, খাঁচা , তেনা পেচানোর ইলেকট্রিক স্ট্যান্ড, ইলেকট্রিক চড়কা ইত্যাদির প্রচলন ঘটিয়ে অত্র এলাকায় উপকারভোগী সদস্য ছাড়াও আরও ৬২ জন হস্ত চালিত তাঁতী বর্তমানে বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠা করেছে। উপকারভোগীদের মধ্য হতে মোট ০৭ জন ডিজাইনার তৈরী হয়েছে , তৈরী হয়েছে ০৫ জন মেকানিক। বর্তমানে এ ০৭ জন ডিজাইনার ও ০৫ জন মেকানিক একাকি তাদের শাল তৈরীর ক্ষেত্রে ডিজাইনার তৈরীর সমস্ত কাজ করে শাল চাদর যেমন তৈরী করতে পারে তেমনিভাবে অন্যের ডিজাইন টাকার বিনিময়ে করে দিচ্ছে। অনুরুপভাবে ভাবে মেকানিক গন তাদের পাওয়ারলুম নষ্ট হলে বা পাওয়ারলুমের যন্ত্রাংশ ভেঙ্গে গেলে যেমন মেরামত করতে পারে বা পাল্টাতে পারে অদ্রুপ অন্যের নতুন পাওয়ারলুম স্থাপন করে বা নষ্ট পাওয়ারলুম মেরামত করে আয় করছে। উপকার ভোগীরা আরও বলেন, এ ধরণের কাজ করতে গিয়ে যে সমস্ত অনাকাঙ্খিত রোধ ব্যাধি যেমন- সর্দি-কাশি, চুলকালি, এাজমা, শ্বাসকষ্ট, চোখের পীড়া, শ্রবণ প্রতিবন্ধী প্রভৃতি ধরণের রোগ ব্যাধি হতে পারে তা আমাদের পূর্বে জানা ছিল না যা আমরা প্রকল্পের স্বাস্থ্যসম্মত পরিবেশ বিষয়ক ওরিয়েন্টেশনের মাধ্যম্যে জানতে পেরেছি। জানতে পেরেছি কারখানার পরিবেশ সম্পর্কে, শিখতে পেরেছি পাওয়ারলুমের যন্ত্রাংশের নাম। পূবে যেখানে আমরা হস্ত চালিত তাঁতে ৮/১০ টি শাল চাদর বুনতে পারতাম এখন আমরা ২০/২২টি শাল চাদর বুনতে পারি। ফলে আমাদের আয় দ্বিগুন হারে বৃদ্ধি পেয়েছে। পন্যের গুনগত মান ভাল হওয়ায় শাল চাদরের দাম যেমন বৃদ্ধি পেয়েছে তেমনিভাবে শালের চাহিদা বৃদ্ধি হয়েছে।

এসব সুবিধার পাশাপাশি যেসব অসুবিধা বা প্রতিবন্ধকতা রয়েছে তা নিম্নে সংক্ষে আলোচনা করা হলো ঃ
ক) হাটের দিনে শাঁওইল হাটে খোলা আকাশের নীচে শাল চাদর বিক্রি করতে হয়।
খ) শাল চাদর শীত কালীন পোষাক হওয়ায় সারা বছর বিক্রি করা যায় না।

গ) গরমের সময় বাহিরের কোন পাইকারী ক্রেতা না আসার কারণে স্থানীয় মধ্যস্বত্য ভোগী স্টককারী মহাজনগন তাঁতীদের অভাবের সুযোগ নিয়ে কম দামে শাল চাদর ক্রয় করে স্টক করে।

ঘ) কাঁচামালের দাম দিন দিন বৃদ্ধি পেলেও সে তুলনায় শাল চাদরের দাম বৃদ্ধি পাচ্ছে না।

২. স্থানীয় জন প্রতিনিধিরা বলেন, আদমদীঘির নসরৎপুর ইউনিয়ন, দুপচাঁচিয়ার তালোড়া ইউনিয়নের তাঁতী সম্প্রদায়ের লোকেরা দরিদ্র শ্রেনীর । এদের অধিকাংশ তাঁতীদেরই নিজস্ব পুঁজির অভাব রয়েছে। অভাব রয়েছে টাংগাইল বা সাহজাদপুরের তাঁতীদের ন্যায় প্রযুক্তি গত সম্প্রসারণে। আমরা দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা পল্লী কর্ম সহায়ক ফাউন্ডেশনের (পিকেএসএফ) Finance for Enterprise Development and Employment Creation (FEDEC) প্রকল্পের আর্থিক ও কারিগরী সহায়তায় "বিদ্যুত চালিত তাঁতে শাল (শীতবস্ত্র) তৈরির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের আয় বৃদ্ধিকরণ শীর্ষক ভ্যালু চেইন উন্নয়ন প্রকল্প-২" বাস্তবায়ন করছে তা বাস্কবে এবং আজকের এ কর্মশালায় মালটি মিডিয়া প্রজেক্টরের মাধ্যমে দেখতে পেরে আরও অবগত হলাম। এজন্য দাবী মৌলিক উন্নয়ন সংস্থা এবং দাতা সংস্থাকে আন্তরিক ধন্যাবদ জানাই এ ধরনের একটি কাজে অবদান রাখার জন্য। কারন এ পর্যন্ত অত্র এলাকার তাঁতীদের বিদ্যুত চালিত তাঁত প্রতিষ্ঠা বা প্রযুক্তিগত উন্নয়নে সরকার বা কোন এনজিও এথনো এগিয়ে আসেনি। এ ধরনের কর্মকান্ড দীর্ঘ দিন পরিচালনার মাধ্যমে দরিদ্র তাঁতীদের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটবে এাঁই আমাদের প্রত্যাশা।